তারিখ ....22 APR 2017....
পৃষ্ঠা ৩ ... কলাম ৬ .....

সংবাদ

নারী শিক্ষা ও নারীর ক্ষমতায়ন

কাঞ্চন দত্ত

নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন নারীদের স্বাতন্ত্র্য পরিচয় ও আত্মস্বীকৃতির জন্য আজীবন সংগ্রাম করেছেন। তিনি নারী জাগরণের আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন, তোমাদের কন্যাদের শিক্ষা দিয়া ছাড়িয়া দাও, 'নিজেরাই নিজেদের অন্নের সংস্থান করুক'। তার সেই সংগ্রামের ফসল আমরা পেতে শুরু করেছি। প্রায় একশ সাইত্রিশ বছর আগে তিনি যে স্বপ্নের বীজ বপন করেছিলেন তা আজ মহীরূহে পরিণত হচ্ছে। নারীরা শিক্ষিত হচ্ছে, স্বাবলম্বী হচ্ছে আর দেশ হচ্ছে উন্নত। গত ৫-৭ বছরে বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক পুরস্কার ও স্বীকৃতি তারই পরিচয় বহন করে। নারীর ক্ষমতায়ন ও স্বনির্ভরতা অর্জন করায় সারা বিশ্ব বাংলাদেশকে প্রতিনিয়ত অনুসরণ করছে।

গত কয়েক বছরে নারী শিক্ষায় ব্যাপক উন্নয়ন ঘটেছে। বছরের প্রথম দিনে সব শিক্ষার্থীকে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, উপবৃত্তি, ডিগ্রি পর্যন্ত মেয়েদের বিনা বেতনে শিক্ষার সুযোগ, স্কুল ফিডিং কার্যক্রমসহ বর্তমান সরকারের বিভিন্ন বাস্তবমুখী পদক্ষেপের ফলে প্রাক-প্রাথমিক এবং প্রাথমিকে এখন শতভাগ শিক্ষার্থী স্কুলে যায়। গত ২ মার্চ প্রধানমন্ত্রী গণভবনে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বলেন, ১ কোটি ৩০ লাখ শিক্ষার্থীর মায়েরা মোবাইলের মাধ্যমে এখন উপবৃত্তির টাকা পাবেন। তিনি বলেন, দেশের প্রত্যেক মা যেন তার সন্তানের উপবৃত্তির টাকা নির্বিঘ্নে পেতে পারেন সেজন্যই এ ব্যবস্থা। ডিজিটাল বাংলাদেশের যে ভিশন তা বাস্তবায়নের ফলে গ্রামের মানুষও তার সুবিধা পেতে শুরু করেছে।

প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা ২০১৬ সালে ২৮,৩০,৭৩৪ পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। তার মধ্যে উত্তীর্ণ হয় ২৭,৮৮,৪৩২ জন। মোট পাসের হার ৯৮.৫১ শতাংশ। উত্তীর্ণদের মধ্যে ছাত্রের সংখ্যা ১২,৭০,২২২ জন আর ছাত্রীর সংখ্যা ১৫,১৮,২১০ জন। শতকরা পাসের হারেও ছেলেদের থেকে মেয়েরা এগিয়ে। ইবতেদায়ি শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষাতে ২,৫৭,৫০০ শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। মোট উত্তীর্ণ হয় ২,৪৬,৮১৮ জন। যার মধ্যে ছাত্র ১,২৫,১৬০ এবং ছাত্রী ১,২১,৬৫৮ জন। ছাত্রদের পাসের হার ৯৫.৬৩ শতাংশ এবং ছাত্রীদের পাসের হার ৯৬.০৮ শতাংশ। অংশগ্রহণে ছাত্ররা এগিয়ে থাকলেও গড় পাসের হারে ছাত্রীরা এগিয়ে। তৃণমূল পর্যায়ে শিক্ষায় নারীদের ব্যাপকহারে অংশগ্রহণ গত কয়েক বছর ধরে অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশে সামগ্রিকভাবে নারী শিক্ষায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছে। বিশেষ করে আদিবাসী, দলিত এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী যারা সামাজিকভাবে সামান্য হলেও পিছিয়ে আছে তাদেরকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে আসার জন্য সরকারিভাবে এবারই প্রথম তাদের জন্য নিজ ভাষায় বই ছাপা হয়েছে যাতে ঐসব ভাষাগোষ্ঠীর ছেলেমেয়েরা লেখাপড়ায় আগ্রহী হয়।

নারী শিক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার পাশাপাশি নারী ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। সেনাবাহিনী আমাদের সমাজে এ ধারণা প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে যে, যথাযথভাবে প্রশিক্ষিত একজন নারী যে কোন পেশায় দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করতে পারেন। আধুনিক ও যুগোপযোগী শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে এ বাহিনী মেয়েদের জন্য স্বতন্ত্র শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার মাধ্যমে নারী শিক্ষা প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। সেনাবাহিনী প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক এবং ইংরেজি মাধ্যম স্কুল ও কলেজসমূহে মেয়ে শিক্ষার্থীরা সমান সুযোগ নিয়ে প্রতিযোগিতা করছে। এছাড়া গার্লস ক্যাডেট ও নার্সিং ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নারী শিক্ষার পথ সুগম হয়েছে। নারীর শারীরিক ও মানসিক বিকাশের মাধ্যমে দক্ষ, চৌকস ও নেতৃত্বদানে পারদর্শী করে তুলে সশস্ত্র বাহিনী নারী অফিসার তৈরির লক্ষ্যে সেনাবাহিনী ৩টি গার্লস ক্যাডেট কলেজ পরিচালনা করছে। ১৯৮৩ সালের মার্চ মাসে ময়মনসিংহ গার্লস ক্যাডেট কলেজের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। এটি প্রথম বাংলাদেশের মহিলা ক্যাডেট কলেজ। ২০০৬ সালের ৭ জুন দ্বিতীয় ক্যাডেট কলেজ হিসেবে ফেনী গার্লস ক্যাডেট কলেজ এবং একই বছর ১৬ জুলাই দেশের তৃতীয় গার্লস ক্যাডেট কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয় জয়পুরহাটে। এ কলেজসমূহে অন্যান্য ক্যাডেট কলেজের ন্যায় সপ্তম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সেনাবাহিনী পরিচালিত প্রতিটি ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজসমূহে নারী শিক্ষার্থীরা সমসুযোগ নিয়ে লেখাপড়া করে ঈর্ষণীয় ফলাফল অর্জন করছে। এছাড়াও সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন সহশিক্ষা কার্যক্রম, মেধা ও বুদ্ধিভিত্তিক বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে নারী শিক্ষার্থীগণ উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করছে।

পিইসি, জেএসসি, এসএসসি এবং এইচএসসিতে বর্তমানে মেয়েরা ফলাফলের দিক দিয়ে বেশ ভালো অবস্থানে রয়েছে। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকেল কলেজগুলোতে মেয়েদের ভর্তির হার সবার নজর কেড়েছে। পাশাপাশি নারীরা সচেতন হচ্ছেন। পরিবারে তাদের মতামতের গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। কিশোরীরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক অথবা স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করছে। এর ফলে মাতৃমৃত্যু ও শিশু মৃত্যুর হার দিন দিন কমে আসছে।

বাংলাদেশের সব থেকে উৎপাদনশীল সেক্টর গার্মেন্টস খাতে মেয়েদের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য। এ খাতে শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ নারী শ্রম দিয়ে দেশের শীর্ষ রপ্তানি খাতকে সমৃদ্ধ করেছে। বাংলাদেশ এখন বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহৎ তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক দেশ। যার সিংহ ভাগ অবদান নারী শ্রমিকদের। সম্প্রতি নারী শ্রমিক রপ্তানি দেশের একটি বড় বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী খাত হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। বিপুল সংখ্যক নারী প্রশিক্ষণ নিয়ে সরকারিভাবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যাচ্ছেন এবং রেমিটেন্স পাঠিয়ে অর্থনীতির চাকা সচল রাখছেন।

অগ্রগতি এবং নারীর ক্ষতায়নে সারা বিশ্বের কাছে বাংলাদেশ অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। নারীর ক্ষমতায়ন বলতে আমরা বুঝি সবদিক থেকে নারীকে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলা। উন্নয়ন, সমৃদ্ধি এবং প্রবৃদ্ধির সঙ্গে জড়িত প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে যখন নারীদের যোগ্যতার ভিত্তিতে সম্পৃক্তায়ন নিশ্চিত করা যায় তখন নারীর ক্ষমতায়ন ফলপ্রসূ হয় সব স্তরে, সব জায়গায়। বর্তমান নারীবান্ধব সরকারের বিভিন্ন যুগান্তকারী পদক্ষেপের মাধ্যমে এক সময় যেসব নারীরা অবহেলিত ছিল, পিছিয়ে ছিল বর্তমানে তারা কোন কোন ক্ষেত্রে পুরুষের তুলনায় এগিয়ে রয়েছেন। এখন পরিবার থেকেও মেয়েদের বিশেষভাবে সহায়তা করা হচ্ছে। সামাজিকভাবে নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটতে শুরু করেছে এটা নির্দ্বিধায় বলা যায়। যোগ্যতার ভিত্তিতেই বর্তমানে নারীরা সরকারের গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় প্রতিনিধিত্ব করছেন। আগামীতে নারীরা আরো প্রতিনিধিত্বশীল এবং চ্যালেঞ্জিং পেশাগুলোতে নিজেদের দক্ষতার ছাপ ফুটিয়ে তুলবেন এটা নিশ্চিত।

কৃষিকাজ থেকে শুরু করে এভারেস্ট পর্বতশৃঙ্গ পর্যন্ত রয়েছে নারীর সফল পদচারনা। রাজনীতির অঙ্গনেও নারীরা দিন দিন আরও সক্রিয় হচ্ছে। তৃণমূল পর্যায়ে নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ব্যাপকভাবে বেড়েছে। ওয়ার্ড, ইউনিয়ন এবং উপজেলা পর্যায়ে নির্বাচিত নারী সদস্যরা পুরুষের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দেশের উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছেন।

নারী শিক্ষা নারীর ক্ষমতায়নের পূর্বশর্ত। নারী শিক্ষায় পৃথিবীর অনেক উন্নত দেশের চেয়ে বাংলাদেশ এগিয়ে রয়েছে। নারীর উচ্চশিক্ষা বৃদ্ধির ফলে সরকারি কর্মকাণ্ডে তাদের অধিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে ৪০টি মন্ত্রণালয়ে জেন্ডার সেনসিটিভ বাজেট তৈরি হচ্ছে। নারীর ক্ষমতায়নে প্রধানমন্ত্রীর গৃহীত কর্মসূচিসমূহ দেশের নারীদের সামাজিক অবস্থানকে সুদৃঢ় করেছে। নিজেদের যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখায় পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীদের ভূমিকা জোরালো হচ্ছে। ভবিষ্যত বাংলাদেশ বিনির্মাণে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও সমান অবদান রাখবে এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

(পিআইডি-শিশু ও নারী উন্নয়নে
যোগাযোগ কার্যক্রম নিবন্ধ)